কর্মীরা শীতঘুমে, 'গ্রামে চলো' চালাতে হোঁচট গেরুয়া শিবিরের

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া: 'দলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে ভিড় হচ্ছে, কিন্তু এলাকায় দলের পতাকা তোলার লোক নেই!' বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের যমুনাপাড়ায় গত মঙ্গলবার বিজেপির 'গ্রামে চলো' কর্মসূচির লিফলেট নিয়ে দলের এক প্রমুখ সহ প্রমুখকে একথাই বললেন।

রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিষ্ণুপুর নগর মণ্ডল-সহ একাধিক মণ্ডলে দলের 'গ্রামে চলো' কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু দলীয় কর্মীদের একাংশই বলছেন, জেলায় এই কর্মসূচি চালাতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় নেতারাই বলছেন, কোথাও কর্মীর অভাব তো কোথাও একশ্রেণির পুরনো কর্মীর শীতঘুম কাটছে না। আর তা নিয়েই গেরুয়া শিবির চিন্তায়।

গত রবিবার বিষ্ণুপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শাঁখারিবাজারের মনসাতলায় 'গ্রামে চলো' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর নগর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় সিংহ দেব, সঞ্জয় দাস এবং মণ্ডল কমিটির সদস্যা মহিলা মোর্চার মলয়া সিংহ দেব। সঙ্গে ওই বুথের প্রমুখ প্রবীণ বিজেপি নেতা শংকর গরাই। কর্মসূচি চলাকালীনই উপস্থিত এক বিজেপি কর্মীকে বিরক্তিভরা মুখে বলতে শোনা গেল, ''না আর দল করব না। ভিতরে বড্ড খেয়োখেয়ি।'' যদিও প্রবীণ নেতা শংকরবাবু ওই কর্মীকে বুঝিয়ে বললেন, ''এই সমস্যা সব দলেই আছে। দল ছেড়ে দেওয়াটা কোনও সমাধান নয়।''

বিষ্ণুপুরে সংগঠন 'অগোছালো'

■ বিজেপির গ্রামে চলো কর্মসূচি। বিষ্ণুপুর শহরে। —প্রতিদিন চিত্র

> পূর্ব ঘোষণা মতোই আমরা বড়জোড়া বিষ্ণুপুর, ইন্দাসের বিভিন্ন গ্রামে, 'গ্রামে চলো' কর্মসূচি শুরু করেছি। এতে মানুষের সাড়াও মিলছে ভালো।
>
> **অমরনাথ শাখা**
> জেলা বিজেপি সভাপতি, বিষ্ণুপুর সংগঠন

২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বাঁকুড়া জেলা-সহ জঙ্গলমহলে চমকপ্রদ ফল করেছিল বিজেপি। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার লোকসভার তিন আসনেই জিতেছিলেন পদ্ম প্রার্থীরা। ঝাড়গ্রামেরও একটিমাত্র আসন বিজেপি পেয়েছিল। কিন্তু একুশের বিধানসভার ফলাফলের পর থেকেই জঙ্গলমহলে গেরুয়া শিবিরের সংগঠন দুর্বল হয়েছে। সেই থেকেই বুথ ও মণ্ডল স্তরের নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়া তলানিতে ঠেকেছে। লোকসভা ভোটের আগে জেলায় গ্রামে চলো-র মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচি চালাতে গিয়ে নেতৃত্বের হিমশিম অবস্থা। দলীয় এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দিতে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ নেতা, কর্মীর অনিহা স্পষ্ট। ফলে নিচুতলায় এই কর্মসূচি সফল করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন জেলায় দলের নেতা, কর্মীরা। প্রসঙ্গত, বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনেই গত ২০১৯ লোকসভা ভোটের আগে মজবুত সংগঠন তৈরি করেছিল বিজেপি। কিন্তু তারপর এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বর নদ দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে। ভোটের ফল বেরনোর কয়েক মাস বাদেই দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। মাস কয়েক আগে ফের এই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারও পদ্ম শিবির ছেড়ে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। গত বিধানসভা ভোটের পর এই জোড়া ধাক্কায় এই সাংগঠনিক জেলায় ছন্নছাড়া অবস্থা। এসবের মধ্যেই একাধিকবার জেলা সভাপতি ও মণ্ডল সভাপতি পদে বদল আনা হয়েছে।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বিজেপি কর্মী বললেন, ''দফায় দফায় মণ্ডল সভাপতি এবং জেলা সভাপতি পদে বদলের জেরে এই সাংগঠনিক জেলায় গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার নিয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে মাঠে নামতে হয়েছে রাজ্য নেতৃত্বকে। নিচু তলা পর্যন্ত কর্মসূচি এবং বৈঠকের খবর পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতারাও দায়িত্বশীল নন, এমন কথাও উঠে আসছে। তবে অগোছালো সংগঠনের কথা মানতে নারাজ জেলা সভাপতি তথা ওন্দার বিধায়ক অমর শাখা।

অমরবাবু বলছেন, ''পূর্ব ঘোষণা মতোই আমরা বড়জোড়া বিষ্ণুপুর, ইন্দাসের বিভিন্ন গ্রামে, 'গ্রামে চলো' কর্মসূচি শুরু করেছি। এতে মানুষের সাড়াও মিলছে ভালো।'' 'গ্রামে চলো' কর্মসূচির জেলা প্রমুখ শম্পা মাথুরের কথায়, ''বেশ কিছু জায়গায় দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে ঠিকই, তবে এই জনসংযোগ কর্মসূচি সফল হলে সেই সমস্যা মিটে যাবে।''

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর নগর মণ্ডলের সভাপতি শুক্লা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, ''বিষ্ণুপুর ৪ নম্বর মণ্ডলে আমরা প্রথম 'গ্রামে চলো' কর্মসূচি শুরু করেছি। যা এখনও বিষ্ণুপুর ১, ২, ৩ মণ্ডলে শুরু করা যায়নি।''

টোটোর লাইসেন্স চেয়ে আরও আবেদন বাঁকুড়ায়, চিন্তা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহরে বৈধ টোটো চিহ্নিত করতে টোটো মালিকদের লাইসেন্স দেওয়ার কাজ শুরু করেছে পুরসভা। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া শহরের ৪৩৭ জন টোটো মালিক এই লাইসেন্স পেয়েছেন। এরপরেও টোটোর লাইসেন্স চেয়ে আবেদনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বাঁকুড়া পুর এলাকায়। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পুরসভা কর্তৃপক্ষের। এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়া পুরসভার উপপুরপ্রধান হিরণ চট্টোরাজ বলছেন, ''যে কেউ চাইলেই বাঁকুড়া শহরের রাস্তায় টোটো নামাতে পারবেন না। টোটো নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পদক্ষেপ করবে পুরসভা।'' উপ পুরপ্রধানের আরও সংযোজন, বাঁকুড়া পুরসভা এলাকায় ৪৩৭ জন টোটো মালিককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তারপরেও টোটোর লাইসেন্স চেয়ে আরও মানুষ আবেদন করছেন। লাইসেন্স চেয়ে আবেদনের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। ভবিষ্যতে পুরসভার এই লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া চলবে। এদিকে, বাঁকুড়া পুলিশ ও প্রশাসনের এহেন উদ্যোগে শহরের মানুষ স্বস্তিতে। বাঁকুড়া শহরের স্থানীয় বাসিন্দা তথা সারদামনি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক স্বদেশ মণ্ডল বলেন, ''টোটোর দাপটে শহরে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। একদিকে জবর দখল তো অন্যদিকে টোটোর অবাধ বিচরণ। পুরসভা এই পদক্ষেপ করে ভালই করেছে। টোটোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল।'' আবার বাঁকুড়া আদালতের আইনজীবী অরুণ চৌধুরী বলেন, ''টোটোর বিচরণে রাশ না টানতে পারলে সমূহ বিপদ।''

■ সৃষ্টিসুখ... বাগদেবীর প্রতিমা রঙের কাজ চলছে। বাঁকুড়া শহরে। —শ্যামসুন্দর বারুই

ভ্যালেন্টাইনস উইকে বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে আসছে ডাচ গোলাপ

চাহিদা পঞ্চাশ লক্ষ পার!

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া: পাঁচ লাখ, দশ লাখ নয়। 'ভ্যালেন্টাইনস উইক'-এ বাংলায় গোলাপের চাহিদা ৫০ লাখেরও বেশি! বুধবার 'রোজ ডে' থেকেই যা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মিনিপল, ম্যাটগোল্ড-এ সেভাবে যে মন ভরে না গোলাপপ্রেমী মানুষের। তাই রূপ-গন্ধে আরও দামি ডাচ গোলাপ সঙ্গীনিকে উপহার দিতে বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে আসছে। এদিকে বুধবার 'রোজ ডে' থেকেই গোলাপের দাম চড়তে শুরু করেছে মহানগর থেকে শহরতলি। জেলা সদর ছাড়িয়ে মফস্বলেও। তবে মিনিপলের দাম আগের চেয়ে উর্ধ্বমুখী হলেও সেভাবে বাড়েনি। এখানেও সেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। উত্তুরে বাতাসের দাপট একেবারে কমে যাওয়ায় দখিনা বাতাসে গোলাপের ফলন হচ্ছে ব্যাপকভাবে। তাই মিনিপল গোলাপের উৎপাদন বেশি হওয়ায় কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজারে পাইকারি দরে এই গোলাপের দাম একেবারে হাতের নাগালেই রয়েছে। সারা বাংলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ''রোজ ডে থেকে শুরু হয় 'ভ্যালেন্টাইনস উইক'। আর এদিন থেকেই রাজ্যে গোলাপের চাহিদা বাড়তে থাকে। ফি বছর এই সাত দিনে বাংলায় ৫০ লক্ষেরও বেশি গোলাপ বিক্রি হয়। এ রাজ্যে মূলত মিনিপল আর ম্যাটগোল্ড-এর ফলন হয়। কিন্তু ভালোবাসার মরশুমে ডাচ গোলাপের চাহিদা কম নয়। কিন্তু এই গোলাপ এখানে পরীক্ষামূলক ভাবে হলেও বাণিজ্যিক হারে উৎপাদন হয় না। তাই 'ভ্যালেন্টাইন উইক'-এ বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে ডাচ গোলাপ আসছে।''

সারা বাংলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন 'রোজ ডে'-তে মিনিপল লাল গোলাপের কুঁড়ি বিক্রি হয়েছে প্রতি পিস ১ টাকা। হলুদ গোলাপের কুঁড়ি প্রতি পিস ৫ টাকা, গোলাপি রঙের গোলাপের কুঁড়ি প্রতি পিস ৬ টাকা, সাদা রঙের গোলাপের কুঁড়ি প্রতি পিস ৭ টাকা। ম্যাটগোল্ড প্রজাতির গোলাপের কুঁড়ি প্রতি পিস সাড়ে তিন টাকা দরে বিক্রি হয়। অন্যদিকে, ডাচ গোলাপ বিক্রি হয় প্রতি পিস ২৫ টাকা। এসবই কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজারের পাইকারি দর। এখান থেকেই ফুল নিয়ে ব্যবসায়ীরা কলকাতা ও শহরতলির নানান প্রান্ত সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। এমনকী উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতেও । ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই জেলায়-জেলায় একটি লাল মিনিপল এদিন বিক্রি হয়েছে ১৫ টাকায়। ডাচ গোলাপ বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকায়। পুরুলিয়া শহরের চকবাজারের ফুল ব্যবসায়ী সৌমেন সামন্ত বলেন, ''আমাদের এই গোলাপ কলকাতার মল্লিকঘাট ফুল বাজার ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর থেকেও নিয়ে আসতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করতে হয়। না হলে লাভ থাকে না। সেই কারণেই আমরা লাল মিনিপল ১৫ টাকা, ডাচ গোলাপ ৫০ টাকায় বিক্রি করছি।'' মাঝেমধ্যেই বেঙ্গালুরু থেকে ডাচ গোলাপ বাংলায় আসে। মল্লিকঘাট ফুল বাজারেই নামে চোখ জুড়িয়ে যাওয়া এই গোলাপ। তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। তবে এই 'ভালোবাসার সপ্তাহ' যত এগোবে ততই দাম বাড়তে থাকবে গোলাপের। তাই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ফুল ব্যবসায়ীরা মল্লিকঘাট ফুলবাজার থেকে গোলাপ কিনে তা বহুমুখী হিমঘরে মজুত করতে শুরু করেছেন। এই ডাচ গোলাপের ডাঁটা একেবারে কাঁটাবিহীন ১৬ সেন্টিমিটার লম্বা। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত থাকে এই গোলাপ। আসলে এই ফুল গ্রিন হাউস পদ্ধতিতে চাষ হয়। ডাচ গোলাপ 'ব্যাঙ্গালোর রোজ' নামেও ভীষণ জনপ্রিয়। কর্নাটকের আনেকল, তুমাকুরু-র মতো এলাকায় এই ডাচ গোলাপের ব চাষ হয়। এই গোলাপ যে শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি হয় তাই নয়, মার্কিন মুলুক থেকে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড দুবাই, জাপান, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরেও যায়। এমনই কদর এই ডাচ রোজের। এই ফুলের লাল গোলাপ 'তাজমহল'। হলুদ রঙাকে 'গোল্ড স্ট্রাইক', সাদা ও পিচ রঙাকে 'অ্যাওয়ালেন্স' ও গোলাপিকে বলে 'নবলেস'।

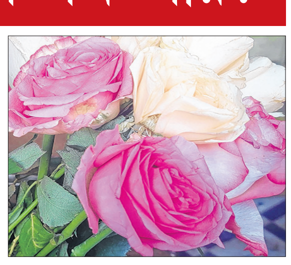

গোলাপ গাথা...

- ■ বেঙ্গালুরু থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে এই গোলাপের চাষ হয়।
- ■ রঙ অনুযায়ী হরেক নাম- 'তাজমহল', 'গোল্ড স্ট্রাইক', 'অ্যাওয়ালেন্স', 'নবলেস'
- ■ উঁচু জমিতে লাল বালি মাটিতে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গ্রিনহাউস পদ্ধতিতে চাষ হয়।

দক্ষিণবঙ্গে ১৫ রুটে সিএনজি বাস চালু

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: পরিবেশ বান্ধব বাস। সেই বাসে স্বল্প মূল্যে যাতায়াত করে উপকৃত হবেন পড়ুয়া থেকে সাধারণ যাত্রীরা। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম চালু করল নতুন পরিষেবা। হাওড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন এসবিএসটিসির ১৫টি সিএনজি চালিত বাস।

বুধবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এসবিএসটিসি বাস টার্মিনাসে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পোন্নাবলাম এস, পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

যে রুটগুলিতে এই বাসগুলি চলবে, সেগুলি হল, ঝাড়গ্রাম থেকে শিলদা-বেলপাহাড়ি-ঝিলিমিলি বান্দোয়ান হয়ে পুরুলিয়া। ঝাড়গ্রাম থেকে মেদিনীপুর-ক্ষীরপাই হয়ে বর্ধমান। ক্ষীরপাই থেকে বর্ধমান নতুনহাট হয়ে ওমাপুর। মানবাজার থেকে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর হয়ে মালদহ। কালনা-আসানসোল, মানবাজার-দুর্গাপুর, বর্ধমান-দুর্গাপুর, বহরমপুর-দুর্গাপুর, বান্দোয়ান-দুর্গাপুর, পুরুলিয়া-কাটোয়া, কলকাতা-পাণ্ডবেশ্বর, বাঁকুড়া-চিত্তরঞ্জন, রামপুরহাট-আরামবাগ ও ফলতা-বারাসাত। জেলাশাসক বলেন, ''১৫ টি বাসে অতি স্বল্প ব্যয়ে যাতায়াত করে উপকৃত হবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। দুর্গাপুরের সাথে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠবে। যে সমস্ত রাস্তা বেহাল রয়েছে সেগুলিও দ্রুত সংস্কার করা হবে।'' দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান জানান, জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে বিভিন্ন শহরের। পড়ুয়াদের একদিকে যেমন যাতায়াতে সুবিধা হবে অপরদিকে তেমনি ব্যবসায়ীরাও স্বল্প ব্যয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। সিএনজি চালিত বাসে পরিবেশও সুস্থ থাকে। গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের কথা ভেবে বহুবাস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার আরও বাস শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও সিবিএসসি বোর্ডের পরীক্ষাতেও চালানো হবে এসবিএসটিসি বাস। বৃহস্পতিবার থেকেই এই বাস পরিষেবা চালু হয়ে যাবে বলে জানান নিগমের এমডি প্রণবকুমার ঘোষ।

■ দুর্গাপুরে সিএনজি বাস পরিষেবার উদ্বোধনে সরকারি আধিকারিকরা। বুধবার। —উদয়ন গুহরায়

আড়শায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার, মানবাজার: পরিবারের সদস্যদের হাত, পা বেঁধে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা পুরুলিয়ায়। মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আড়শা থানার সেনাবনা মোড়ে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার টামনা-আড়শা সড়কের ধারে বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন মুরগি ব্যাবসায়ী বাবলু গড়াই ও তার পরিবার। রাতে জানান গ্রিল কেটে ৭ থেকে ৮ জনের একটি দুষ্কৃতীর দল ওই বাড়িতে ঢোকে। পরিবারের লোকজন পুলিশকে জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা মুখে কালো মাস্ক পরা ছিল। দোতলায় শোয়ার ঘর থেকে দম্পতি ও তাঁদের দুই সন্তানকে হাত, পা বেঁধে বন্দি করা হয়। তাঁদের কাছে থাকা তিনটি মোবাইল ফোনও কেড়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর চলে লুঠ। বাড়িতে থাকা একের পর এক বাক্স, আলমারি ভেঙে নগদ টাকা সহ সোনা ও রুপোর অলংকার ডাকাতি করে। আধ ঘন্টার অপারেশন সেরে পরে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বুধবার আড়শা থানার পুলিশ-সহ জেলা পুলিশের বেশ কয়েকজন আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কথা বলেন বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঝালদায় উপ পুরপ্রধান সুদীপ, দ্বন্দ্ব মিটিল শীলাকে কুর্সিহারা করেই

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া: শীলাকে কুর্সি হারা করে অতীতের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান পুরপ্রধান। বুধবার পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভায় উপ-পুরপ্রধান সুদীপ কর্মকারের শপথ অনুষ্ঠানে এমন ছবিই দেখল এই শহর। শপথবাক্য পাঠ শেষে বর্তমান পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল ও প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ কর্মকার গলায় গাঁদার মালা ঝুলিয়ে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে ফটোসেশন করেন। তারপরেই প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ কর্মকারের জবাব, ''এবারই ঝালদায় আসল তৃণমূলের পুরবোর্ড হল।''

দলীয় নির্দেশ অমান্য করে এই পুরবোর্ড হলেও ঝালদা পুরসভা আবারও বোঝালো তারাব্যতিক্রমী-ই! সেই সঙ্গে একসাথে চলারও বার্তা দিল। তখন পুরপ্রধান কার্যালয়ে শুধুই উচ্ছ্বাস। সেই সঙ্গে আশার আলো জাগালো এই পুর শহরে। এবার কি তাহলে দীর্ঘমেয়াদী পুর বোর্ড হবে? বর্তমান পুরবোর্ডে সুরেশ- শিলার দ্বন্দ্ব হলেও ঝালদা পুর কার্যালয়ে সুরেশ-প্রদীপের কোন্দল ছিল সবচেয়ে পুরাতন। দলীয় অন্তর্ঘতে প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ কর্মকার এবার পুরভোটে হেরে যাওয়ায় ঝালদারপুর রাজনীতিতে সামনের সারিতে ছিলেন না। কিন্তু পেছন থেকেই তিনি সুরেশ আগরওয়ালের মতই কৌশলি চাল চেলে যাচ্ছিলেন। যাউপ-পুরপ্রধানের শপথের অনুষ্ঠানে সামনে এলো। প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ কর্মকার এদিন পুরসভায় সামনের সারিতে আসায় তার অনুগামীরা ভীষণই খুশি। ঝালদার পুর রাজনীতিতে 'বুড়ো ঘোড়া' বলে পরিচিত সুরেশ যেমন জনপ্রিয়। তেমনই এই পুর শহরের 'জননেতা' হিসাবেই মানুষের মনে রয়েছেন প্রদীপ কর্মকার। এদিন পুরপ্রধান সুরেশআগরওয়াল বলেন, ''মিলেমিশে কাজ হবে। পুরসভা চালাবে টিম তৃণমূল।'' শীলা চট্টোপাধ্যায় যখন পুরপ্রধান ছিলেন সেই সময় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে উপ-পুরপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু। মাসের পর মাস উপ-পুরপ্রধান না থাকায় প্রশাসনিক কাজে নানান সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই পুরসভায়। দীর্ঘদিন পর ওই চেয়ারে বসলেন সুরেশ ঘনিষ্ঠ সুদীপ। ২০২২-এ পুরবোর্ড নির্বাচনের পর এই সুদীপই উপ- পুরপ্রধান হন। তার কথায়, ''আমরা আক্ষরিক অর্থেই একটা টিম। পুরবোর্ডের স্থায়িত্ব দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।'' উপ-পুরপ্রধানের শপথ অনুষ্ঠানে দলীয় প্রতীকে জেতা শাসকদলের ৫ কাউন্সিলর সহ বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের বিপ্লব কয়াল ছিলেন। কিন্তু যথারীতি গরহাজির ছিলেন পূর্ণিমা কান্দু। এদিনও তার অনুপস্থিতি ঘিরে জল্পনা হয়। গত সোমবার পুরপ্রধান হিসাবে শপথ পাঠ করেন সুরেশ আগরওয়াল। তার একদিন পরেই উপ-পুরপ্রধানের শপথ পাঠের মধ্য দিয়ে আপাতত ঝালদা পুরসভায় যেন জটিলতার অবসান হল।

■ একই সূত্রে... নতুন উপ-পুরপ্রধান সুদীপ কর্মকার ও প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ কর্মকারকে নিয়ে ঝালদার পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল। বুধবার। ঝালদা পুরপ্রধান কার্যালয়ে। —সুনীতা সিং

বিলের টাকা আদায়ে প্রহৃত বিদ্যুৎকর্মীরা

পাড়া: বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায় করতে গিয়ে প্রহৃত হলেন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার পাড়া থানার হরিহরপুর গ্রামের শাঁকড়া খ গ্রামে। এই ঘটনায় ওই গ্রামের পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পাড়া থানায় অভিযোগে দায়ের করেছেন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দুবড়া পাড়া গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের আধিকারিক অভিষেক রায়। পুলিশকে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে তিনটি এজেন্সির ৮ জন কর্মী রাজস্ব আদায়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় অভিযুক্তরা তাদের বাধা দেয়। পাশাপাশি তাদের কিল, ঘুষি দিয়ে মারধর করা হয়।

গ্রেপ্তার মাওবাদী

■ **স্টাফ রিপোর্টার :** মাওবাদী নেতা সব্যসাচীকে জেরা করে এবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার আরও এক মাওবাদী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই মাওবাদী সদস্যের নাম সঞ্জয় মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মাও করিডর নিয়ে তদন্ত শুরু করে প্রথমে প্রবীর মণ্ডল ওরফে ডাক্তার ও ক্রমে মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে তারই দুই সঙ্গীকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যেই রাজ্য পুলিশের হাতে পুরুলিয়া থেকে গ্রেপ্তার হন মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওরফে কিশোর। তাঁকে জেরা করে জানা যায়, বেশ কয়েকজন মাওবাদী সদস্য বিভিন্ন জেলায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, এমন তথ্য এসটিএফের গোয়েন্দাদের কাছে আসে। সেই সূত্র ধরেই এই গ্রেপ্তার।

তামার তার চুরি

সাঁওতালডি : সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের তামার কেবল তার কেটে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ঘটনা ঘটে। সাড়ে চার লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। এই মর্মে অভিযোগ করেন পুরুলিয়া রিজিওন্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অনুপকুমার মণ্ডল।

Saltora Panchayat Samiti
Saltora, Bankura
Executive Officer, Saltora Panchayat Samiti, Bankura invites percentage rate e-tender for 02 nos. of schemes NIeT No. 23/E/Sal/PS/5th SFC/2023-24 (2nd Call), Dt. 06/02/2024 (Tender ID: 2024_ZPHD_661557_1, 2024_ZPHD_661557_2 & NIeQ : 29/Sal/PS/15th CFC (Tied) Grant/2023-24, Dt. 06/02/2024 Details can be viewed in www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Saltora Panchayat Samiti
Saltora, Bankura

গ্রামীণ পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়োগে 'দুর্নীতি'

স্টাফ রিপোর্টার: পুরুলিয়া জেলায় গ্রামীণ পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীরা। বুধবার পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোও এনিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। আগামী সপ্তাহে বিচারপতি অমৃতা সিন্হার এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে। মামলাকারীদের দাবি, গত বছরের আগস্টে পুরুলিয়া গ্রামীণ পাবলিক লাইব্রেরির ৩০ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৩৪ পরীক্ষার্থী। তিন ধাপে পরীক্ষা হয়। প্রথমে লিখিত তারপর কম্পিউটার এবং শেষে ইন্টারভিউ হয়। কিন্তু মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, লিখিত ও কম্পিউটার পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এবং কাট অফ মার্কস সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও ইন্টারভিউয়ের কোনও চূড়ান্ত তালিকা এবং ওয়েটিং লিস্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। অথচ রাতারাতি ২৯ জনকে ব্যক্তিগত মেলে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীরা এই নিয়োগে স্বজনপোষণের অভিযোগও এনেছেন। ইন্টারভিউ প্যানেলে থাকা এক আধিকারিকের ছেলেও নিয়োগপত্র পেয়েছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ এবং নিয়োগের দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে হাই কোর্টে মামলা করেন তাঁরা।

সরস্বতীর কলম-দোয়াতেই মাঘে বসতে লক্ষ্মী

সুমিত বিশ্বাস

পুরুলিয়া: সরস্বতী পুজো ঘিরে নানান আচার-ই ফিকে হয়ে আসছে বটে। কিন্তু পুরুলিয়ায় দোয়াত-কলম বা খাগের কলমের ঐতিহ্য এখনও অমলিন। বিদ্যার দেবীর এই আরাধনার অন্যতম প্রধান উপাদান খাগের কলম ও দোয়াত-র বাণিজ্য সরস্বতী পুজো ঘিরে আজও জমজমাট। ঝাড়খণ্ড ছুঁয়ে থাকা এই জেলায় সরস্বতী পুজোয় কম-বেশি পাঁচ লাখ খাগের কলম বিক্রি হয়ে থাকে। পুজোর প্রায় এক পক্ষকাল আগেই কলকাতার বড়বাজার থেকে এই জেলার দশকর্মা দোকানের মালিকরা ওই কলম নিয়ে আসেন। শহর পুরুলিয়ার ছোট দশকর্মা ভান্ডারেই বসন্ত পঞ্চমীর এই পুজোয় পাঁচ হাজারেরও বেশি খাগের কলম বিক্রি হয়। সবে মিলিয়ে সমগ্র জেলায় সংখ্যাটা ৫ লাখ ছাড়িয়ে যায় বলে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জানান। শহরের চকবাজারের দশকর্মা দোকানের মালিক নিখিলেশ দাস বলেন, ''পুরুলিয়ায় কিন্তু খাগের কলমের ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। সরস্বতী পুজোয় এর দেদার বিক্রি হয়। সঙ্গে দোয়াত ও কালি বড়ি। আমার ছোট দোকানেই পাঁচ হাজার খাগের কলম নিয়ে এসেছি। সমগ্র জেলা মিলিয়ে কম-বেশি পাঁচ লাখ তো বিক্রি হয়-ই।'' আসলে এই কলম দিয়ে যে লেখেন বিদ্যার দেবী! তাই ঐতিহ্য অটুট। দোয়াতে লাল রঙা একটি কালি বড়ি ফেলে দুধ ও সামান্য পরিমাণে মধু মিশিয়ে খাগের কলমে লেখা হয়। এই পুজোকে ঘিরে আচার রয়েছে, পঞ্চমী তিথি ছেড়ে গেলে পুজোর পরের দিন স্নান সেরে একটি কলা পাতায় সেই দুধ ও খাগের কলম দিয়ে লিখতে হয়, ''ওম নমঃ সরস্বতী মাতা নমঃ''। তারপরই কুল খেতে পায় পড়ুয়ারা। কিন্তু কুল পুজোর আগে পেটে চলে গেলেও দোয়াত ও খাগের কলমকে নিয়ে লেখার আচার আজও রয়েছে পুরুলিয়ায়। তবে বিভিন্ন স্টেশনারি ও বইয়ের দোকানে বছরের অন্য সময় কালির দোয়াত বা কালির পেন সেভাবে পাওয়া যায় না। এখন সামান্য যে ঝরনা পেন বিক্রি হয় তা কারটিজের। এই কারটিজে-র ৩০ টাকা দাম লেখা থাকলেও তা বিক্রি হয় ২৭ টাকায়। তবে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে দোয়াত ও কালি, কলম বিক্রি হয়ে থাকে। ২৫ টাকা থেকে শুরু হওয়া এই কালি, কলম প্রায় ৭০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। পুরুলিয়া শহরের চকবাজারের স্টেশনারি দোকান মালিক পুনীত দীক্ষিত বলেন, ''সরস্বতী পুজোর সময় কালির কলম, দোয়াত নিয়ে আসতে হয়। বিক্রি খুব খারাপ হয় না।'' কলমের ইতিহাস শুরু হয় প্রায় ৫ হাজার বছর আগে। প্রাচীন মিশরীয়রাই প্রথম কলম ব্যবহার করা শুরু করেন বলে কথিত রয়েছে।

বিদ্যেবতী

পুরুলিয়ায় বিক্রি ৫ লাখেরও বেশি

ছবি: প্রতিবেদক

ক্যাবলাকান্তি

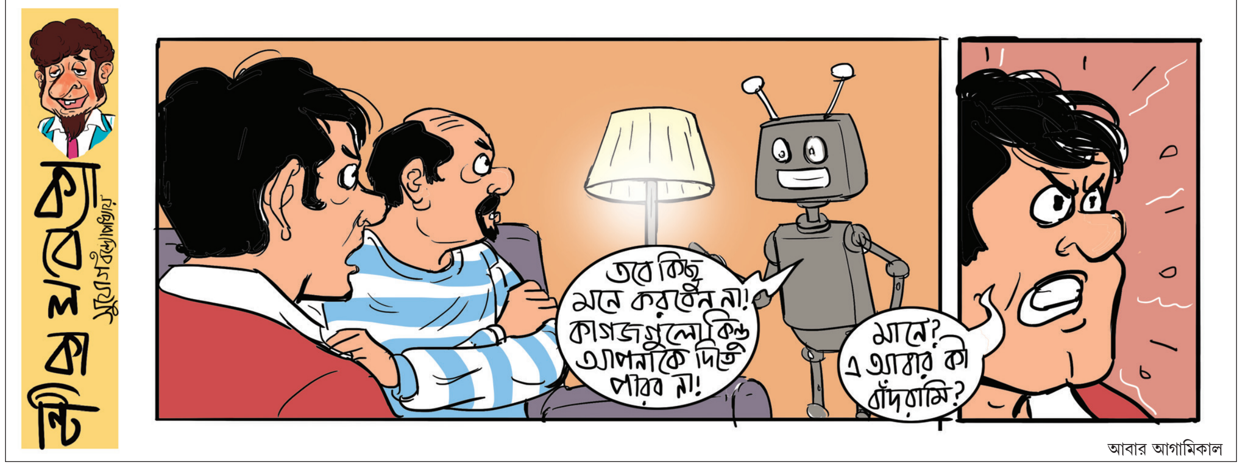

আবার আগামিকাল